গাংনীতে যুবলীগের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের ৫১তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী ও বিএনপি জামাত এর সন্ত্রাস ও নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে গাংনী উপজেলা যুবলীগের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে গাংনী পৌরসহরে অবস্থিত যুবলীগের অফিস কার্যালয় এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মজিরুল ইসলাম,ষোলটাকা ইউনিয়ন যুব লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন পাশা,রাইপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম রবি, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি মোখলেসুর রহমান মোকলেস, কাজীপুর ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ফুলচাদ মিয়া,সাহারবাটি ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক আবুল হোসেন, ধানখোলা ইউনিয়ন যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান, উপজেলা যুবলীগ নেতা আমজাদ হোসেন, যুবলীগ নেতা আল ফারুক প্রমুখ।

খন্দকার মোস্তাকের মতো লোক দলে ঘাপটি মেরে আছে-মোনালিসা

সরকারের সাফল্য ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে মেহেরপুরে যুব মহিলা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার ২৭ অক্টোবর বিকাল ৫টার সময় মেহেরপুরের শামসুজ্জোহা পার্কে মেহেরপুর যুব মহিলা লীগের ব্যানারে এই বিশাল নারী সমাবেশ

অনুষ্ঠিত হয়।

নারী সমাবেশে বিশেষ অতিথি জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীপত্নী ও বাংলাদেশ যুব মহিলালীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা বলেন, ‘জননেত্রী শেখ হাসিনা জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীকে যে দায়িত্ব দিয়েছিলেন সেটা ফরহাদ হোসেন যথাযথ ভাবে পালন করতে পেরেছেন বলেই শামসুজ্জোহা পার্ক আজ কানায় কানায় পরিপূর্ন। যুগে যুগে দলের মধ্যে খন্দকার মোস্তাকের মতো লোক ঘাপটি মেরে পড়ে আছে। তারা উন্নয়ন সহ্য করতে পারেনা, তারা দলের বিপক্ষে কথা বলে, উন্নয়নের বিপক্ষে কথা বলে। দল বিরোধী কার্যক্রম করে।’

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, ‘এখন মেহেরপুরে কোন দুর্বৃত্তায়ন নাই, কোন সন্ত্রাস নাই, মেহেরপুরে কোন চাঁদাবাজ নাই। আজকের এই বিশাল জনসভা প্রমাণ করে মেহেরপুরে যুব মহিলালীগ নারী জাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। শেখ হাসিনার সরকার মানে কৃষি বান্ধব সরকার। আমাদের ঠিকানা নৌকা, আমাদের ঠিকানা আওয়ামী লীগ, আমাদের ঠিকানা শেখ হাসিন।’



মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদিকা অ্যাডভোকেট রুতশোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় যুব নারী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সহ-সভাপতি সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি সামিউন বাসিরা পলি।

প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনকে আর চান না আ.লীগ নেতারা

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছেগতকাল বৃহস্পতিবার বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ মোড়ে। জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে ত্রী-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।
জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু নেতা কর্মী জামাত-শিবিরের চেয়েও ভয়ংকর বলে সম্মেলনে উপস্থিত বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

বক্তারা বলেন, প্রতিমন্ত্রীর আশেপাশে অনলাইন ক্যাসিনো সম্রাটদের দেখা যায়। মেহেরপুরের ক্যাসিনো সম্রাটদের সন্তানদেরকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আওয়ামী লীগ ও এর বিভিন্ন অংগ সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছেন। ফরহাদ হোসেন দলের গঠনতন্ত্র না মেনে সিনিয়র নেতাদের কোন রকম মূল্যায়ন না করে নিজের খেয়ালখুশি মতো সকল কমিটি গঠনে হস্তক্ষেপ করেন। মেহেরপুর জেলার আওয়ামী লীগের দুর্দিনের কান্ডারীদের তিনি দল থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন। সম্মেলনে বক্তারা আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘মেহেরপুরে নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন না হলে নৌকাডুবি হবে। এই মঞ্চ এই যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে আমরা সম্মিলিতভাবে নৌকার পক্ষে কাজ করব।
মুজিবনগর আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাঁদুর সভাপতিত্ব সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস এবং প্রধান বক্তা ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশান। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।



সম্মেলনে
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীন বলেন, ‘আমার সময় আমি এই অঞ্চলের রাস্তাগুলো প্রশস্ত করেছিলা, মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের পিছনে জমি অধিগ্রহণ করেছিলাম যেখানে আজ নার্সিং ইনস্টিটিউট তৈরি হচ্ছে। সে জায়গায় আজ হাসপাতালে নতুন বিল্ডিং তৈরি হচ্ছে। আমার সময়ই মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতাল ২৫০ সয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালে পরিণত হয। মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজ আমার সময়েই কারীকরণ করা হয়। ভৈরব খনন প্রকল্পের উদ্যোগ আমার সময়েই নেওয়া। তাহলে প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন মেহেরপুরের জন্য করেছেন কি?

জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল বলেন, ফরহাদ হোসেনের আমলে উন্নয়ন হয়েছে কার, উন্নয়ন হয়েছে তার পরিবারের লোকজনের। তার ভাই কাজ না করে সরকারি প্রকল্পের ঠিকাদারের টাকা উঠিয়ে ফেলে, সংখ্যালঘু পরিবারের টাকা মেরে দেয়। আর ফরহাদ হোসেন দলীয় নেতাকর্মীদের কোন খোঁজ খবর না রেখে ঈদের সময় বিএনপি সভাপতি মাসুদ অরুণ কে পায়জামা-পাঞ্জাবি উপহার দেয়। মেহেরপুরের মুজিবনগরে উন্নতি হয়েছে সেটা শুধু শেখ হাসিনারই অবদান।’

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান বলেন, ‘ ফরহাদ হোসেন আওয়ামী লীগকে আওয়ামী লীগের মতো চলতে দেন না। যিনি জবাবদিহিতা রাজনীতি করেন না তার বিরুদ্ধে আজ মেহেরপুরের আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ঐক্যবদ্ধ এ কথা আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ জানে। জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক যখন দলের কেন্দ্রীয় সভায় কথা বলতে গেছেন তখন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সেক্রেটারি ওবায়দুল কাদের তাকে ধমক দিয়ে বলেন আপনি বসেন, আপনি কিসের সেক্রেটারি, আপনি তো ফরহাদ হোসেনের পিএ। সে সভায়

জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি, সেক্রেটারি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান উপস্থিত ছিলেন।

জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজন আলী বলেন, ‘প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন নৌকার বিপক্ষে কাজ করে। তার কারণেই মুজিবনগরে চারটি ইউনিয়ন পরিষদে নৌকার প্রার্থী হেরেছে। আবার মেহেরপুর পৌরসভা নির্বাচনে নৌকার মনোনীত প্রার্থীকে হারাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন ফরাজ হোসেন। আমরা সকল নেতৃবৃন্দ সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মন্ত্রীর অপচেষ্টাকে রুখে দিয়ে নৌকার প্রার্থীকে বিজয় করেছিলাম। ‘

জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস বলেন, ‘আমরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বলতে চাই আপনি আমাদের অবস্থা দেখুন, আমাদের কথা বুঝুন, আমরা আজ কিভাবে অত্যাচারিত। যে নেতারা মেহেরপুর ও মুজিবনগর কে আগলে রেখেছিল সেই নেতারাই আজকে নৌকায় ভোট দেয়ার কারণে অত্যাচারিত। আমরা প্রধানমন্ত্রীকে বলতে চাই নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন যাকে নিয়ে আমরা এই মেহেরপুর ও মুজিবনগরে নৌকাকে জেতাতে পারবো।’

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ. ম. হারুন বিন ইমতিয়াজ জুয়েল বলেন, আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী মুজিবনগর এর চারটি ইউনিয়নে জননেত্রী শেখ হাসিনা নৌকা প্রতীক দিয়ে চারজন প্রার্থীকে মনোনীত করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ

হোসেন ২০২১ সালে নৌকার পক্ষে ভোট করেন নাই, ইউনিয়নবাসী সকলে এটা জানে। নৌকায় ভোট না করে উনিত নেত্রীকে মানলেন না। তাহলে উনি মুজিব আদর্শের লোক না। আমরা এখানে মুজিব সেনা দেখতে চাই। আমরা দেখেছি উনি ১১ই নভেম্বর মহাজনপুর ইউনিয়নে নৌকার বিপক্ষে ভোট করেছেন, বাগোয়ান ইউনিয়নে নৌকার বিপক্ষে ভোট করেছেন, আমদহ ইউনিয়নেও নৌকার মনোনীত প্রার্থীকে হারানোর জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন। উনি নৌকার প্রার্থীকে পরাজিত করেন নাই, পরাজিত করেছেন জননেত্রী শেখ হাসিনাকে। ‘

জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান বলেন, ‘আজকে যারা মঞ্চে বসে আছে তারাই আওয়ামী লীগের রাজপথের সৈনিক। আর জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরাদ হোসেন সাবেক ছাত্রলীগ সভাপতির মৃত্যুর দিনে জানা যায় না এসে পরিবারে কনসার্ট দেখতে গিয়েছিলেন। আবার বি এম স্কুলের একজন প্রধান শিক্ষকের জানা যায় না এসে তিনি মেহেরপুর শামসুদ্দোহা পার্কে কনসার্টের উদ্বোধন করেছিলেন। অনুরোধ করেও তাকে এরকম জঘন্য কাছ থেকে নিভৃত করা যায়নি। তিনি নাকি আবার শিক্ষক, তিনি কেমন শিক্ষক। ‘



সম্মেলনে আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যানের অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল,

বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তহমিনা খাতুন, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি রেহেনা মান্নান ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহমান নান্নু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামাত আলী, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন মল্লিক এবং মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু।

সম্মেলন শেষে সভাপতি পদে ৩ জন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে ৪ জন প্রার্থী হওয়ায় দুই দিন সময় নেওয়া হয়।

মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রী-বার্ষিক সম্মেলন

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বাগোয়ান ইউনিয়ন যুবলীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলনের অনুষ্ঠিত হয়েছে। রাতে দ্বিতীয় কংগ্রেস শেষে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ঘোষণা করার জন্য দুই দিন সময় নেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার ২৬ শে অক্টোবর বিকালে মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ মোড়ে জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে এই ত্রী-বার্ষিক সম্মেলনের প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশের বক্তারা বলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকা কিছু নেতা কর্মী জামাত-শিবিরের চেয়েও ভয়ংকর। তার আশেপাশে অনলাইন ক্যাসিনো

সম্রাটদের দেখা যায়। মেহেরপুরের ক্যাসিনো সম্রাটদের সন্তানদেরকে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী আওয়ামীলীগ ও এর বিভিন্ন অংগ সংগঠনের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছেন। ফরহাদ হোসেন দলের গঠনতন্ত্র না মেনে সিনিয়র নেতাদের কোনরকম মূল্যায়ন না করে নিজের খেয়ালখুশি মতো সকল কমিটি গঠনে হস্তক্ষেপ করেন। মেহেরপুর জেলার আওয়ামী লীগের দুর্দিনের কান্ডারীদের তিনি দল থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছেন।

সম্মেলনে বক্তারা আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে অনুরোধ জানিয়ে বলেন, ‘মেহেরপুরে নৌকার মাঝি পরিবর্তন করুন না হলে নৌকাডুবি হবে। এই মঞ্চ এই যারা উপস্থিত আছেন তাদের মধ্য থেকে যে কাউকে আগামী সংসদ নির্বাচনে মনোনয়ন দিলে আমরা সম্মিলিতভাবে নৌকার পক্ষে কাজ করব।



মুজিবনগর আওয়ামী যুবলীগের সভাপতি কামরুল হাসান চাঁদুর সভাপতিত্ব সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোহাম্মদ জিয়াউদ্দিন বিশ্বাস এবং প্রধান বক্তা ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম পেরেশান। সম্মেলনের উদ্বোধন করেন
মেহেরপুর জেলা আওয়ামী যুবলীগের আহ্বায়ক ও পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহাজনপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি রেজাউল রহমান নান্নু, মোনাখালী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জামাত আলী, দারিয়াপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, বাগোয়ান ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ

সম্পাদক কুতুব উদ্দিন মল্লিক এবং মেহেরপুর জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবলু।

এছাড়াও আমন্ত্রিত বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর ১ সংসদীয় আসনের সাবেক এমপি জয়নাল আবেদীন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, সাবেক জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান আলহাজ্ব গোলাম রসুল, মেহেরপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যানের অ্যাড ইয়ারুল ইসলাম, জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানব সম্পদ বিষয়ক সম্পাদক এম এ এস ইমন, মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক খ ম ইমতিয়াজ বিন হারুন জুয়েল, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জেমস স্বপন মল্লিক, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি তহমিনা খাতুন, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক লাভলী ইয়াসমিন, বঙ্গবন্ধু পেশাজীবী পরিষদের সভাপতি রেহেনা মান্নান ও মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আফরোজা খাতুন প্রমুখ।

মেহেরপুরে কর্মীসমর্থক নিয়ে মুজিব সিনেমা দেখলেন অ্যাড. আব্দুস সালাম

মুজিব সিনেমা দেখার পর মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আবেগ জড়িত কন্ঠে ও অশ্রুসিক্ত নয়নে বলেন,’ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যার মধ্য দিয়ে যারা পৃথিবীর কলঙ্কিত ইতিহাস তৈরি করেছে সমগ্র জাতি তাদের ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে।’ প্রায় শতাধিক দলীয় ও ব্যক্তিগত কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মুজিব সিনেমা দেখার পর মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এডভোকেট আব্দুস সালাম এ কথা বলেন।

বুধবার ২৫ অক্টোবর সন্ধ্যায় মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান শতাধিক নেতাকর্মীর বহর নিয়ে মেহেরপুর সিনেমা হলে “মুজিব—একটি জাতির রুপকার” বায়োপিকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাস্তব জীবনের ঘটনা সম্বলিত সিনেমা দেখতে উপস্থিত হন।

এ সময় তার সাথে আওয়ামী লীগ ও তাতী লীগের নেতাকর্মীসহ নিজস্ব প্রায় শতাধিক কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ডা. সাগরের সৌজন্যে মুজিব চলচ্চিত্র প্রদর্শনী

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক এবং মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসন আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ডা. এ এস এম নাজমুল হক সাগরের সৌজন্যে তার কর্মী সমর্থকদের জন্য মেহেরপুর সিনেমা হলে মুজিব একটি জাতির রূপকার চলচ্চিত্রটি প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়।

আজ বুধবার (২৫ অক্টোবর) রাতে মেহেরপুর সিনেমা হলে গাংনী আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ এবং কর্মীদের নিয়ে একসঙ্গে প্রদর্শিত সিনেমাটি উপভোগ করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা উপ-কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যা বিষয়ক সম্পাদক এবং রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ডা. এ এস এম নাজমুল হক সাগর এর নেতৃত্বে সকলকে নিয়ে “মুজিব-একটি জাতির রুপকার” বায়োপিকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাস্তব জীবনের ঘটনা সম্বলিত সিনেমা দেখতে মেহেরপুর সিনেমা হলে এসময় উপস্থিত ছিলেন, সংরক্ষিত আসন-৩০৭ এর সাবেক সংসদ সদস্য সেলিনা আক্তার বানু, বীর মুক্তিযোদ্ধা মরজেম আলি,এজের আলি,আনারুল হোসেন, সানাউল্লাহ, খালেদা খানম ফেন্সি, মোঃ নিজাম উদ্দিন, সভাপতি ২ ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ, ৫নং মটমুড়া ইউনিয়ন শাখা, গাংনী উপজেলা কৃষকলীগের সাবেক সভাপতি, মোশারফ হোসেন, ৫নং ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি ইশতিয়াক আহমেদ চঞ্চল, ৪নং বামুন্দি ইউনিয়ন কৃষকলীগের সভাপতি জিয়াউল হক, গাংনী উপজেলা শ্রমিক লীগের সভাপতি জিয়াউর রহমান, গাংনী উপজেলা শ্রমিক লীগের সহ-সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি

শাহাজাহান আলী, হুমায়ন কবির, উপ গন যোগাযোগ ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক, জয় আহমেদ, গাংনী উপজেলা উপজেলা ছাত্রলীগের সহ- সম্পাদক আবদুল্লাহ আসিল, সহ-সভাপতি, তেীফিক আজিজ মুন্না, সহ-সভাপতি রিদয় আহমেদ, উজ্জ্বল হোসেনসহ আওয়ামী লীগ, কৃষক লীগ ও ছাত্র লীগের শতাধিক নেতাকর্মী।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের বর্ণাঢ্য র্যালি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্য ও উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দিতে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের বর্ণাঢ্য র্যালির আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ।

বুধবার বিকেলে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের বর্ণাঢ্য র্যালি বের হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে বড়বাজার চৌরাস্তার মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাঁধনের নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইম বাইজিদ, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিক, বারাদি ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সভাপতি আল মামুন, মহাজনপুর ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি ইমাম হোসেন ইমন, শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মতিউর রহমান সহ জেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে তাঁতী লীগের আনন্দ র্যালি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের উন্নয়ন তুলে ধরে আনন্দ র্যালি ও লিফলেট বিতরণ করেছে সদর থানা তাঁতী লীগ।

আজ বুধবার বিকালে শহরের কাথুলী সড়ক থেকে শুরু করে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে শিল্পকলা একাডেমি মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুর জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি নুর ইসলাম সুবাদের নেতৃত্বে জেলা তাঁতী লীগের সদস্য সচিব আরিফুল ইসলাম মানিক, সদর থানা তাঁতী লীগের আহবায়ক রতন শেখ, সদস্য সচিব মিজানুর রহমান আবু, মুজিবনগর উপজেলা তাঁতী লীগের আহ্বায়ক মোঃ খালেক, মেহেরপুর পৌর তাঁতী লীগ সভাপতি মো: রাজিব, সাধারণ সম্পাদক রক্তিম, আমদহ ইউনিয়ন তাঁতী লীগ সভাপতি রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মো: সুমন, মহাজনপুর ইউনিয়ন তাঁতী লীগ সভাপতি মো: আক্কাস আলী, সাধারণ সম্পাদক ইসরাফিল, মোনাখালী ইউনিয়ন তাঁতী লীগ সভাপতি সাহেব জোয়াদ্দার, সাধারণ সম্পাদক জমির, তাতী লীগ নেতা মো: বিজন, পালু শেখ মেম্বার, ফয়সাল, মনিসহ বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা অংশ র্যালীতে অংশ নেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগ নেতৃবৃন্দের পূজা মন্ডপ পরিদর্শন

দুর্গা পূজা উপলক্ষে নবমীতে পৌরসভা শহরে ও জেলার বিভিন্ন স্থানের পূজামন্ডপ পরিদর্শন করেন পৌর মেয়র সহ আওয়ামী লীগ ও জেলা যুবলীগের নেতা কর্মীরা।

গতকাল সোমবার বিকাল থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত নেতা কর্মীরা এসকল

পূজা মন্দির পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শন কালে মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন প্রতিটি মন্দিরে নগদ টাকা ও ব্যাংক চেক প্রদান করেন।

এসময় মেহেরপুর পৌরসভা কালীবাড়ী বড়বাজারের কালী মন্দির, নামের বাড়ী পুজা মন্ডপ, শ্রী শ্রী হরিসভা পুজা মন্ডপ, হালদার পাড়া পুজামণ্ডপ শ্রী শ্রী হরিজন (সুইপার কলোনী) বাপার পুজা মণ্ডপ, বামনপাড়া পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন নেতা কর্মীরা।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি এড মিয়াজান আলী, মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ মেহেরপুর জেলা শাখার আহবায়ক ও মেহেরপুর পৌরসভা মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন, আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি আব্দুল মান্নান, জেলা যুবলীগের যুগ্ন আহবায়ক শহিদুল ইসলাম পেরেশান সহ জেলা আওয়ামী লীগ ও যুবলীগের নেতৃবৃন্দ।

আলমডাঙ্গার বিভিন্ন পুজা মন্ডপ পরিদর্শনে আ.লীগ নেতারা

আলমডাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন পূজামণ্ডপে গিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন জেলা আওয়ামী লীগ নেতারা। এ সময় তাঁরা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। পাশাপাশি সরকারের উন্নয়নের প্রচার করে আগামী নির্বাচনে নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগকে পুনরায় ক্ষমতায় আনার আহ্বান জানান।

আজ সোমবার চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারন সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন দলীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার বিভিন্ন পূজা মন্ডপ পরিদর্শন করেন।